৩

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ JUL. 06 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

জামায়াতের চক্রান্তে কওমী সনদের স্বীকৃতি ও আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত

দাবী আদায় করেই ছাড়বো

বিশাল গণমিছিলপূর্ব সমাবেশে আল্লামা আজিজুল হক

স্টাফ রিপোর্টার

খেলাফত মজলিসের আমীর ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক বলেছেন, বিভিন্ন ইসলামী দাবীর স্থলে যেহেতু বর্তমানে মাত্র এক দফা দাবীতে রাজপথে নামতে হয়েছে সেহেতু কওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি আদায় করেই ছাড়বো। শায়খুল হাদীস এ দাবী আদায়ে আগামী ১৬ আগস্ট পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশে ঘোষণা দিয়ে বলেন, এর মধ্যে সরকার দাবী পূরণের গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা না নিলে মহাসমাবেশ থেকে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের দাবীতে খেলাপত মজলিস ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে বিশাল গণমিছিলপূর্ব মুক্তাঙ্গনের ৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

দাবী আদায় করেই ছাড়ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমাবেশে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। খেলাফত মজলিস ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা তোফাজ্জল হক আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর মুফতী শহীদুল ইসলাম এমপি, মজলিস ও ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী, কেন্দ্রীয় নেতা হুমায়ুন কবীরসহ মুফতী আবদুল কাইয়্যুম, মাওলানা ইসমাঈল হোসেন, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান গাজীপুরী, মাওলানা কাজী মাকসুদুল হক, মুফতী আবদুর রহিম, মাওলানা মামুনুল হক, মাওলানা জালালুদ্দীন, মাওলানা আ.তাউল্লাহ আমীন, মাওলানা হেদায়েতউল্লাহ, মাওলানা মাকসুদুল হক বাহার, মাওলানা মুখলিসুর রহমান ও ছাত্র মজলিস সভাপতি মাওলানা এনামুল হক মুছা প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে মায়খুল হাদীসের নেতৃত্বে মুক্তাঙ্গন থেকে একটি বিশাল গণমিছিল বের হয়ে পল্টন মোড় উত্তর গেট, দৈনিক বাংলা মোড়, ফকিরাপুল মোড় ঘুরে নাইটিংগেল মোড় হয়ে পুনরায় মুক্তাঙ্গনে এসে গণমিছিল সমাপ্ত হয়। রাজপথ কাঁপানো গণমিছিল শ্লোগানের পর শ্লোগান দিতে দিতে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। গণমিছিলের শ্লোগান ছিল দে দে দে স্বীকৃতি দে নইলে গদি ছাইড়া দে, আপোষ নয় স্বীকৃতি, স্বকৃতি, স্বীকৃতি, শায়খুল হাদীসের ঘোষণা ইসলামী দাবী আদায়ের সূচনা।

শায়খুল হাদীস বলেন, দেশ ও ইসলামের স্বার্থেই ৪ দলীয় জোট গঠন করেছিলাম। ৪ দলীয় জোটের উপর জনগণের আস্থা ছিল বলেই ২২০ আসন নিয়ে ৪ দলীয় জোট বিজয়ী হয়ে। জোটের অন্যদের অবহেলা করে জামায়াত-বিএনপি দুই দলীয় জোট সরকার গঠন করা হয়। তিনি বলেন কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন ইসলামী দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ক্ষমতায় এসে দুইদলীয় জোট সরকার চুপ হয়ে যায়। সরকারের ৪ বছর অতিবাহিত হলেও যেসব ইস্যু নিয়ে বিগত সরকারের আমলে আন্দোলন হয়েছিল আজ অবধি ওইসব দাবী বিশেষ করে পার্বত্য কালোচুক্তি, ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিল এবং কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার কোনটাই বাস্তবায়ন হয়নি। তিনি বলেন, এসব দাবী নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ৩ বার বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে কেবল আশ্বাসই দেয়া হয়েছে, বাস্তবায়ন হয়নি। এছাড়া ২০০৫ সালের ৩ জুলাই কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি আল্লামা আহমদ শফিসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিয়ে শুধুমাত্র কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে গত বছর ৩ জুলাই বৈঠক হলে দাবী পূরণে প্রধানমন্ত্রী আবারও আশ্বাস দেন। এরপর গত ২৫ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে উলামা প্রতিনিধি সম্মেলনে কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেয়ার আল্টিমেটাম দেয়া হয়। এরপরও সরকার আমাদের কোন মূল্যায়ন করছে না। সুতরাং আজ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিতে চাই রাজপথে দাবী আদায় করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মুফতী শহিদুল ইসলাম এমপি বলেন, সাড়ে চার বছরে আমরা মাত্র ১টি দাবী সরকারের কাছে করেছি কিন্তু সরকার বিভিন্ন টালবাহানা করে মেয়াদ উত্তীর্ণ করতে চায়। আমরা চারদলে আছি চারদল ভাঙ্গতে চাই না। সাড়ে চার বছরের সম্পর্ক আমরা তাড়াতাড়ি নষ্ট করতে চাই না। এখনও সময় আছে কওমী মাদ্রাসা সনদের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আলেম উলামার প্রাণের দাবী পূরণ করুন।

মাওলানা ইউসুফী বলেন, কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির ব্যাপারে গেজেট প্রকাশ, প্রকল্প পরিচালক ও প্রয়োজনীয় বাজেট না দেয়া হলে লোক দেখানো রাজনৈতিক ঘোষণা মেনে নেয়া হবে না।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ও ফতোয়াবিরোধী রায় বাতিলসহ সব দাবীই মানতে হবে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, জোট সরকারকে ক্ষমতায় আনতে শায়খুল হাদীস জেলে গিয়েছিলেন, তেমনি কওমী সনদের স্বীকৃতি আদায়েও তিনি আবার জেলে যেতে প্রস্তুত এবং নেতাকর্মীরা রক্ত ঝরাতে তৈরী।

তারা বলেন, জামায়াতে ইসলামী ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এ জামায়াতই জঙ্গীগোষ্ঠী তৈরী করে বোমাবাজির মাধ্যমে কওমী মাদ্রাসার ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে কওমী মাদ্রাসা ধ্বংসের চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু তারা কেবল ব্যর্থই হয়নি বরং এরাই যে বোমাবাজির গডফাদার তা প্রমাণিত হয়েছে। এ দলটির চক্রান্তের কারণেই কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি ও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বক্তারা বলেন, কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির জন্য কিছু আলেম-জোট সরকারের সাথে আঁতাত করে সনদের স্বীকৃতি দিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণার চক্রান্ত করছে। কিন্তু এ দেশের আলেম সমাজ সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। আমরা দাবী আদায় করে প্রমাণ করব কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে চক্রান্তকারীরা ইসলামী শক্তি নয় আমরাই বৃহৎ ইসলামী শক্তি।

বক্তারা বলেন, বিএনপির কতিপয় ইসলামবিরোধী নেতাকে সাথে নিয়ে জোট সরকারের ভ্রান্ত ইসলামী দলটি কওমী সনদের স্বীকৃতি ও আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত করছে। তারা বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত স্বাধীন দেশের ক্ষমতার চেয়ারে বসে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধিতা করে কোরআনের শাসনের জিগির তুলছে। প্রধানমন্ত্রী এখন এ মোনাফেক দলটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। সুতরাং ছলচাতুরী বাদ না দিলে জোট সরকারকে বিদায় নেয়ার হিসাব-নিকাশ শুরু করতে হবে।